চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ২৬.১০.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধের আহবান মেয়র ডা. শাহাদাতের

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন গাজা উপত্যকায় নিরীহ ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ইসরাইলি বাহিনীর অব্যাহত হামলাকে মানবতাবিরোধী অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করে এ গণহত্যা বন্ধে বিশ্বনেতৃত্বের দৃঢ় পদক্ষেপের আহবান জানিয়েছেন।রোববার সকালে টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এস ওয়াই রামাদানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, “ফিলিস্তিনের নিরীহ জনগণ দীর্ঘদিন ধরে জুলুম, নিপীড়ন ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার হচ্ছে। একজন মানবিক নাগরিক ও জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমি মনে করি—এই সময়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো বিশ্বনেতৃত্বের নৈতিক দায়িত্ব।”তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের জনগণ সবসময় নিপীড়িত ফিলিস্তিনিদের পাশে ছিল এবং থাকবে। মানবতা ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নেওয়া জাতি হিসেবে বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে ঐতিহাসিকভাবে একাত্ম।সাক্ষাৎ শেষে মেয়র ডা. শাহাদাত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূতকে চট্টগ্রাম নগরবাসীর পক্ষ থেকে সংহতির প্রতীকী স্মারক উপহার প্রদান করেন। রাষ্ট্রদূত ইউসুফ রামাদান চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং ফিলিস্তিনি জনগণের সংগ্রামে বাংলাদেশের অব্যাহত সমর্থনের প্রশংসা করেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সরোয়ার কামাল, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা ড. কিসিঞ্জার চাকমা, প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির চৌধুরী, আইন কর্মকর্তা মহিউদ্দিন মুরাদ, স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট মো. সোয়েব উদ্দিন খান, এডভোকেট আরিফ রেজা প্রমুখ।

শুলকবহর আবদুল হামিদ সড়কের উন্নয়ন কাজের উদ্বোধনকালে ডা. শাহাদাত হোসেন

নগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে নানামুখি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। শীঘ্রই নগরীর গুরুত্বপূর্ণ ৪০টি সড়ক নির্মাণের টেন্ডার আহবান করা হবে। চালু করা হবে মনোরেল এবং আধুনিক ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। তিনি রোববার (২৬ অক্টোবর) দুপুরে ৮নং শুলকবহর ওয়ার্ডের মীর্জাপুল সড়কের পাশে আবদুল হামিদ সড়ক উন্নয়ন কাজের উদ্বোধনকালে এ কথা বলেন। এসময় মেয়র বলেন, ৮নং শুলকবহর ওয়ার্ডে ১৫টি উপ প্রকল্পের আওতায় মোট ৭৮ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ চলছে। এর মধ্যে ৩৫ কোটি টাকার কাজ সম্পন্ন হয়েছে, ২৭ কোটি টাকার কাজ চলমান এবং বাকি ১৬ কোটি টাকার তিনটি প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তিনি আরও বলেন, আজ উদ্বোধনকৃত আবদুল হামিদ সড়ক, শহীদ জানে আলম রোড, তফাজ্জল চৌধুরী বাড়ি রোড, শান্তিধারা আবাসিক এলাকার সড়কসহ একাধিক সড়কের উন্নয়ন কাজে প্রায় ৪ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। আমরা চাই জনগণ নিজের এলাকার উন্নয়ন কাজে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখুক। রাস্তার মান যেন কোনোভাবেই নষ্ট না হয়, কেউ যেন অনিয়ম না করতে পারে এ দায়িত্ব স্থানীয় জনগণেরও দায়িত্ব নিতে হবে। মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, বর্ষাকালের দীর্ঘস্থায়িত্বের কারণে কিছু কাজ বিলম্বিত হয়েছিল। এখন আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় সড়ক উন্নয়ন কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। চট্টগ্রাম শহরের প্রায় ৪০ টি গুরুত্বপূর্ণ সড়কের উন্নয়ন কাজ ইতোমধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে বা চলমান রয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রামের নগর চিত্র আমূল পরিবর্তিত হবে। মেয়র সকল ইঞ্জিনিয়ার ও ঠিকাদারদের উদ্দেশ্যে বলেন, মানসম্মত ও টেকসই রাস্তা নির্মাণে কোনো ধরনের কারচুপি সহ্য করা হবে না। কাজের মান রক্ষা করা সবার নৈতিক দায়িত্ব। এলাকাবাসী ও জনপ্রতিনিধিদেরও তদারকির দায়িত্ব নিতে হবে। পরিবেশ সচেতনতার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা পাহাড় কাটবো না, যেখানে সেখানে ময়লা ফেলবো না, নালা ও খাল পরিষ্কার রাখবো। শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখলে জলাবদ্ধতা নিরসন এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত নগর গড়তে পারব। আমরা একটি পরিকল্পিত, সুশৃঙ্খল ও পরিবেশবান্ধব চট্টগ্রাম গড়তে কাজ করছি। নাগরিকদের সহযোগিতা ছাড়া তা সম্ভব নয়। তাই উন্নয়ন কাজে সকলে আন্তরিকভাবে সম্পৃক্ত থাকুন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধান প্রকৌশলী আনিসুর রহমান, সহকারী প্রকৌশলী রিফাতুল করিম, মহানগর বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি আশরাফ চৌধুরী, মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক কাজী বেলাল উদ্দিন, সদস্য মো. কামরুল ইসলাম, পাঁচলাইশ থানা বিএনপির সাবেক সভাপতি মামুনুল ইসলাম হুমায়ুন, মহানগর বিএনপির সাবেক সদস্য জাকির হোসেন, ওয়ার্ড বিএনপির আহবায়ক কাজী শামসুল ইসলাম, সদস্য সচিব হাসান উসমান চৌধুরী প্রমুখ।

অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশ কাজির দেউড়ি জামান হোটেলে জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা এর নেতৃত্বে আজ নগরীর কাজির দেউড়ি এলাকায় অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশে হোটেলের খাবার রান্না করা, নাম সর্বস্ব নিম্নমানের ঘি সহ বিভিন্ন ধরনের ফ্লেভার ব্যবহার, যথাযথ ভাবে দ্রব্য মূল্যের সংযোজন ও তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে কাজির দেউড়ির জামান হোটেলে কে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮